ইসলামী বিপ্লব
একটি পরিপূর্ণ
নৈতিক বিপ্লব

আব্বাস আলী খান

ইসলামী বিপ্লব
একটি পরিপূর্ণ নৈতিক বিপ্লব

আব্বাস আলী খান

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.amarboi.org

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ১৫১

৩য় প্রকাশ
মহররম ১৪২৫
ফাল্গুন ১৪১০
মার্চ ২০০৪

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ISLAMI BIPLOB EKTI PORIPORNO NAITIK BIPLOB by Abbas Ali Khan. Published by Adhunik Prokashani 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.
Price : Taka 5.00 Only.

www.amarboi.org

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইতিহাসের পাতায় বহু বিপ্লবের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু সে সব বিপ্লবের পটভূমি, বিপ্লবকালীন ঘটনাবলী এবং বিপ্লব-উত্তর পরিস্থিতির নিরপেক্ষ পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে, সে সব বিপ্লব জীবনের সকল ক্ষেত্রে কল্যাণ সাধন করতে পারেনি। কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা কলাাণ সাধিত হলেও গণ-মানুষের হাহাকার আর্তনাদ বন্ধ করতে পারেনি। সমাজ সমস্যার মূলীভূত কারণ অনুসন্ধান করে তা নির্মূল করার পরিবর্তে সমস্যার বাহ্যিক দিকের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ফলে বাহ্যিক দিকের কিছুটা সাময়িক সমাধান হলেও নতুন নতুন বহু সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কোথাও অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী শাসকদের নির্মূল করতে গিয়ে যে কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছে তাতে অগণিত নির্দোষ মানব সন্তানকে গণহত্যার শিকারে পরিণত হতে হয়েছে। সে বিপ্লব সমাজ সংস্কারের পরিবর্তে বিপ্লবীদের মনে হত্যা, লুণ্ঠন, অত্যাচার, নির্যাতন ও মানবীয় মৌলিক অধিকার হরণের অদম্য পিপাসা জাগ্রত করেছে। তাই নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি বিপ্লবের পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, মানবীয় কল্যাণের ক্ষেত্রে সে সব বিপ্লব কোন অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি।

www.amarboi.org

নবীগণের আগমন

সমস্যা জর্জরিত ও বেদনাক্লিষ্ট মানব সন্তানদের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্যে যুগে যুগে সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক দয়াময় আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন দেশ ও জাতির কাছে নবী প্রেরণ করেন। তাঁরা সকল সমস্যার মূল কারণের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার সমাধানের জন্যে সত্যের দিকে কল্যাণের দিকে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁদের ডাকে যারা সাড়া দিয়েছে, তাদের মনমস্তিষ্ক, চিন্তাধারা, আচার-আচরন, জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ হয়েছে। সুখ শান্তি, সমৃদ্ধি ও জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। আর, যারা নবীগণের ডাকে সাড়া দেয়নি তারা ধংসের অতল তলে নিমজ্জিত হয়েছে, তাদের নাম নিশানা দুনিয়ার বুক থেকে মুছে গেছে।

নবী মুহাম্মদের (সঃ) বিপ্লব

নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) যে দেশে যে কালে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশে সে সময়ে মানুষের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক অবস্থা কি ছিল ইতিহাসের পাতায় তার অতি বেদনাদায়ক দৃশ্যই আমরা দেখতে পাই। মোট কথা মানুষের সমাজ হিংস্র বন্য পশুর সমাজেই পরিণত হয়েছিল। কোথাও কোন কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শাসন কায়েম না থাকলেও গোত্রীয়

www.amarboi.org

স্বৈরাচারী শাসন সর্বত্র বলবৎ ছিল। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার নিষ্পেষণ, ধনবান ও প্রভাব প্রতিপত্তিশালীগণ কর্তৃক দরিদ্র অসহায়দেরকে ক্রীতদাস হিসেবে জীবন যাপন করতে বাধ্য করা, পরস্পর এবং গোত্রে গোত্রে হানাহানি ও যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকা–প্রভৃতি ছিল তৎকালীন সমাজের চিত্র। নৈতিকতার কোন বালাই ছিল না বলে মদ, ব্যভিচার, জুয়া প্রভৃতি অসামাজিক কাজগুলো কারো বিবেককে দংশন করতো না কখনো। নারী জাতি ছিল সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং সমাজপতি ও সবলদের ভোগের সামগ্রী। হিংস্রতা ও অমানবিকতা এমন চরমে পৌছেছিল যে পিতা স্বহস্তে তার নবজাত কন্যা সন্তানকে হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করতো না, বিবেকের দংশন অনুভব করতো না।

এমনি এক পশু সমাজে নবী মুস্তাফা (সঃ) জন্মগ্রহণ করেন। অবশ্যি সম–সাময়িক অন্যান্য দেশগুলোতে মানুষের দুর্দশা প্রায় একই রকমের ছিল। নিষ্পেষিত মানুষের আর্তনাদ হাহাকার সে সব দেশেও ছিল।

নবীর পক্ষ থেকে বিপ্লবের ডাক

নবী মুহাম্মদের (সঃ) আগমন হয়েছিল মানব জাতির সার্বিক সংস্কার সংশোধনের জন্যে। শুধু আরব জাতির নয়, আরবী

www.amarboi.org

ভাষাভাষী মানুষের নয়, সমকালীন বিশ্বের মানব জাতির নয়, বরঞ্চ পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সকলকালের, সকল দেশের গোটা মানবতার সংস্কার সংশোধনের জন্যে, মানুষকে প্রকৃত মানবীয় মর্যাদায় ভূষিত করার জন্যে।

এ মহান ও কঠিন কাজের কর্মসূচী তাঁর কি ছিল? তিনি দেখেছিলেন—নারী জাতিকে শুধু পুরুষের ভোগের সামগ্রী করে রাখা হয়েছে। তাদের রূপ যৌবন উপভোগ করাই ছিল পুরুষের কাম্য। অপরদিকে তাদেরকে দাসী হিসেবে ব্যবহার করে তাদের উপর কঠোর কাজের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হতো। তাদের আর্তনাদ হাহাকার পুরুষের কানে পৌঁছত না। তাদের মুক্তির জন্যে নবী নারী স্বাধীনতার আন্দোলন করেন নি। নারীপুরুষ নির্বিশেষে এক শ্রেণীর হতভাগ্য মানুষ পণ্য দ্রব্যের ন্যায় হাটে বাজারে কেনা-বেচা হতো। তাদের দেহের অভ্যন্তরে যে একটা প্রাণ আছে, তার কিছু সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে, কিছু আশা-আকাংখা আছে, জীবনের কিছু রঙিন স্বপ্ন আছে,— ধনবান তথা প্রভু শ্রেণীদের তা উপলব্ধি করার মানসিকতা ছিল না। প্রভুর চাপানো কাজের বোঝায় তারা কুব্জ পৃষ্ঠও নুব্জদেহ হয়ে পড়তো। তদুপরি তাদের উপর চলতো অমানুষিক নির্যাতন। নবী মুহাম্মদ (সঃ) তাদের দুঃখে কাতর অবশ্যই হতেন। কিন্তু তাদের মুক্তির জন্যে প্রভুর বিরুদ্ধে দাসের শ্রেণীসংগ্রামের আন্দোলন শুরু করেন নি। তাঁর দৃষ্টিতে ছিল ভ্রান্ত ও প্রকৃত সমাধানের পরিপন্থী। মানুষের যে মন থেকে মানুষের প্রতি মানুষের দরদ, ভালবাসা, দয়া, পর

www.amarboi.org

দুঃখকাতরতা, সহানুভূতি, দান ও সুবিচারের আগ্রহ অনুভূতি বিদায় নিয়েছিল নবী মুস্তফা চেয়েছিলেন সে মনেরই সংস্কার সংশোধন করতে। মনের সংস্কার সংশোধনের জন্য তিনি মানুষকে জানিয়ে দিলেন তার সঠিক আত্মপরিচয়। তার প্রকৃত পরিচয় কি, তার স্রষ্টা আছে কিনা, থাকলে তিনি কে এবং তার পরিচয় ও গুণাবলী কি, তাঁর সাথে মানুষের সম্পর্ক কি,মানুষের সাথে তার চারধারের অসংখ্য সৃষ্টি নিচয়ের সম্পর্ক কি, দুনিয়ায় মানুষের আগমনের উদ্দেশ্য কি, মৃত্যুর পরে আর কিছু আছে কিনা-- এ সবের সঠিক জ্ঞান তিনি মানুষকে দান করেন। তিনি তাঁর সঠিক সংস্কার সংশোধন তথা বিপ্লব কর্মসূচির সূচনা এভাবেই করেন।

"মানুষ যখন ক্রমশ জানতে পারলো তার একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন এবং তিনিই বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহতায়ালা, তাকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এবং এ উদ্দেশ্যে যে এখানে সে একমাত্র আল্লাহতায়ালারই হুকুম শাসন মেনে চলবে এবং যখন সে জানতে পারলো যে মৃত্যুর পরেও আর একটি চিরন্তন জীবন রয়েছে---যেখানে তাকে আল্লাহর নিকট হাজির হয়ে এ জীবনের সকল কর্মকান্ডের হিসাব দিতে হবে---তার উপর নির্ভর করছে এক চির সুখময় জীবন অথবা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি, তখন তার মনে সৃষ্টি হলো এক অভুতপূর্ব বিপ্লব, তার মনের দুনিয়া বদলে গেল, জীবন সম্পর্কে তার ধারনা পাল্টে গেল, তার মধ্যে সৃষ্টি হলো দায়িত্ববোধ এবং স্রষ্টার কাছে প্রতিটি কাজের জন্য জবাবদিহির তীব্র অনুভুতি।"

www.amarboi.org

নবী মুহাম্মদ (সঃ) এ সব লোকদেরকে জামায়াতবদ্ধ করলেন। তাদের চিন্তাধারা, দৃষ্টিভংগী, আচার আচরণ পরিশুদ্ধ করলেন। যারা নবীর ডাকে সাড়া দিয়ে এ পথে এলো না, তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করতে চাইলো না---তাদের সাথে প্রথমোক্ত দলের সংঘাত-সংঘর্ষ শুরু হলো। একদিকে নবীর নেতৃত্বে একটি হক পন্থী দল এবং অপর দিকে সমাজে অন্যায় অনাচার সৃষ্টিকারী প্রভাব প্রতিপত্তিশীল বাতিল পন্থীদের দল।

বাতিলপন্থীদল সত্যের ডাকে সাড়া দিলোনা কেন?

সমাজে অনাচার অত্যাচার সৃষ্টিকারী বাতিল পন্থীদল শুধু যে সত্যের ডাকে সাড়া দিলনা তাই নয় বরঞ্চ সত্যের পথে যারা চলতে চাইলো, সমাজের মানুষকে যারা সত্যের পথে, কল্যাণের পথে, উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে, একটা পূণ্যপুত, শান্তিপূর্ণ সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে আহবান জানালো তাদের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো, তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন শুরু করলো। কেন, তার কারণ কি ছিল?

কারণ ছিল এই যে, জীবন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্বাস ছিল ভিন্নতর। তাদের বিশ্বাস, জীবন বলতে মাত্র এ দুনিয়ার জীবনই বুঝায়। মৃত্যুর পর আর কোন জীবন নেই। অতএব একটি মাত্র জীবন উপভোগ করার, সুখ শান্তি ভোগ করার সুযোগ ও উপায় উপাদান কাজে না লাগানো নির্বুদ্ধিতাই হবে

www.amarboi.org

যেহেতু এ জীবনের পর আর কোন জীবন নেই। মৃত্যুর পর কোন জীবন আছে, যা তাদের চিন্তা ধারনার অতীত, তা যদি বিশ্বাস করা হয়, তা হলে এ দুনিয়ায় সুখ শান্তি ও ভোগ বিলাস থেকে তারা বঞ্চিত হবে, অপরের উপর প্রভুত্ব নেতৃত্ব করার সুযোগ নষ্ট হয়ে যাবে, নারীর রূপ যৌবন উপভোগ করা থেকে তারা বঞ্চিত হবে এবং বড় কথা হলো সমাজের নেতৃত্ব ও কতৃত্ব থেকে তারা অপসারিত হবে। তাদের এই ব্যক্তি স্বার্থ কেন্দ্রীক চিন্তাধারা তাদেরকে সত্যপথ অবলম্বন করতে বাধা দান করে।

কিন্তু প্রভাব প্রতিপত্তিশীল সমাজপতিগণ ও তাদের সমর্থক সহযোগীদের চরম প্রতিবন্ধকতা সত্তেও সত্যের কাফেলা সামনে অগ্রসর হতে থাকে। প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিপক্ষের অত্যাচার নির্যাতন সত্যনিষ্ট দলের কর্মীবৃন্দের চরিত্র আরও সুদৃঢ় ও মজবুত করতে থাকে এবং সত্যের পথে তারা অবিচল ও অটল থাকেন।

অগ্নি পরীক্ষা ব্যতীত মহান চরিত্র কখনো তৈরী হতে পারে না। তাই ইসলামী আন্দোলন তথা সত্যের পথে মানুষকে দাওয়াতের ময়দানই হলো প্রকৃতপক্ষে 'তরবিয়তগাহ' বা প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র যেখানে অগ্নি পরীক্ষার ভেতর দিয়েই সত্যিকার মানবীয় চরিত্র তৈরী হয়।

বিরোধীদের চরম নির্যাতন, নিষ্পেষনে সত্যনিষ্ঠ জামায়াত কর্মীদের জীবন যখন অতিষ্ঠ তখন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বলা হলো----

www.amarboi.org

'মানুষ কি এ কথা মনে করে রেখেছে যে, তারা যদি ঈমান আনার কথা বলে, তাহলে শুধু এতটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, তাদেরকে কি পরীক্ষা করে দেখা হবে না?' (আনকাবুতঃ)

কখনো তাদেরকে বলা হলোঃ–

'তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা অতিসহজেই বেহেশ্‌তে যেতে পারবে, যতোক্ষণ না তোমাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় (অগ্নি পরীক্ষা) তোমাদের উপর এসেছে। তারা অত্যাচার নির্যাতন ও বিপদ মসিবতের শিকার হয়েছে এবং তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলা হয়েছে। অবশেষে রসুল ও তার সঙ্গী সাথী ঈমানদারগণ আর্তনাদ করে বলেছে----আল্লাহর মদদ কখন আসবে? তারপর তাদেরকে সান্তনা দিয়ে বলা হয়----আল্লাহর সাহায্য এই এলো আর কি।' (বাকারাহঃ ২১৪)

এই হলো ইসলামী চরিত্র তথা মহানতম মানবীয় চরিত্রগঠন পদ্ধতি।

আল্লাহর শেষ নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) এভাবে ইসলাম গ্রহণকারীদের চরিত্র গঠন করতে থাকেন। তাঁদের উপর অত্যাচার–নির্যাতন যতো বৃদ্ধি পেতে থাকে ততোই তাঁদের চরিত্র নিষ্কলুষ হতে থাকে। আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান সুদৃঢ়তর হতে থাকে এবং সত্যের উপর তারা পাহাড় পর্বতের ন্যায় অটল হতে থাকেন।

www.amarboi.org

অপর দিকে তৃতীয় পক্ষও অত্যন্ত কৌতূহলের সাথে সব কিছু লক্ষ্য করছিল। তারা দেখল আজ যারা নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হচ্ছে, তারাই এ সমাজের সবচেয়ে ভাল মানুষ। তাদের চরিত্র নিষ্কলুষ। তাদের কথায় যুক্তি আছে, সত্যতা আছে, বিবেকের আবেদন আছে, তাদের অপরাধ শুধু এই যে সমাজপতিদের বিপরীত এমন মহান ও পুণ্যপূতঃ চরিত্রের অধিকারী তারা হলো কেন? তারা চরিত্রবান হতে বলে কেন? সত্যের প্রতি, ন্যায় ও মঙ্গলের প্রতি তারা আহবান জানায় কেন? এর পেছনে তো তাদের কোন স্বার্থ দেখা যায় না। সকলের কল্যাণ করাই তাদের স্বার্থ। সমাজের বুক থেকে অন্যায় অবিচার দুর করাই তাদের স্বার্থ। এর জন্যেই তাদের উপর এতো নির্যাতন? স্বভাবতই তাদের মনে সহানুভূতির সঞ্চার হয়। তাদের হৃদয় বিগলিত হতে থাকে। অবশেষে তারাও ক্রমশ সত্যের কাফেলায় যোগদান করতে থাকে। এভাবে কাফেলার কলেবর বাড়তে থাকে।

মক্কায় তেরো বছর ধরে রহমতের নবী এমনভাবে চরিত্রবান লোক তৈরী করতে থাকেন। তাদের উপর অত্যাচার নির্যাতনও বাড়তে থাকে। অবস্থা যখন চরমে পৌছলো তখন নবী পাক (সঃ) বললেন, কতইনা ভাল হতো, তোমরা যদি মক্কা থেকে বেরিয়ে আবিসিনিয়ায় চলে যেতে। ওখানে এমন এক শাসক রয়েছে যে, সেখানে কারো উপর যুলুম করা হয়না। আর সেটা হলো মঙ্গল ও কল্যাণের দেশ। যতক্ষণ না আল্লাহ তোমাদের এ বিপদ দুর করেন সেখানে তোমরা অবস্থান করবে।

www.amarboi.org

প্রথম হিজরত

প্রথমবার বারো জন পুরুষ ও চারজন নারী হিজরত করেন। এ সম্পর্কে কুরআন পূর্বাহ্নেই বলেঃ

> 'হে আমার বান্দাহগণ যারা ঈমান এনেছো। আমার দুনিয়া অতি প্রশস্ত। অতএব তোমরা আমার হুকুম মেনে চল। প্রত্যেককেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তারপর তোমাদের সকলেই আমার নিকট ফিরে আসতে হবে। যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে তাদেরকে আমি বেহেশতের সুউচ্চ বালাখানায় স্থান দিব যার তলদেশ দিয়ে শ্রোতস্বিনী প্রবাহমান থাকবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। নেক আমলকারীদের কত সুন্দর প্রতিদান। এ প্রতিদান তাদের জন্য যারা সবর করেছে এবং যারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে। কত প্রানী রয়েছে যারা তাদের জীবিকা বহন করে বেড়ায় না। আল্লাহই তাদেরকে জীবিকা দান করেন এবং তোমাদেরকেও। তিনি সব কিছুই শুনেনওজানেন।'–(আনকাবুতঃ৫৬–৬০)।

আল্লাহ তায়ালার এ বাণীর মধ্যে নৈতিক প্রশিক্ষণের প্রেরণা রয়েছে। কথার মর্ম এই যে মক্কায় খোদার হুকুম পালন করা কঠিন হয়ে পড়লে দেশ ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়---- খোদার দুনিয়া সংকীর্ণ নয়। যেখানেই তোমরা খোদার প্রকৃত বান্দাহ হয়ে থাকতে পার, সেখানেই চলে যাও। বন্দেগী, আনুগত্য, পূঁজা ও অর্চনা দেশ ও জাতির নয়, বরঞ্চ করতে হবে

www.amarboi.org

আল্লাহর। এতে এ বিষয়েরই প্রেরনা দেয়া হয়েছে যে আসল বস্তু দেশ, জাতি ও জন্মভূমি নয় বরঞ্চ খোদার বন্দেগী। কখনো যদি জাতি, মাতৃভূমি ও দেশ–প্রেমের দাবীর সাথে আল্লাহর বন্দেগীর দাবীর সংঘর্ষ বাঁধে, তখনই মোমেনের ঈমানের পরীক্ষা হয়। দেশ ও জাতি কোন উপাস্য দেবতা নয়, হতেও পারেনা। সে জন্যে যে সত্যিকার মুমেন সে খোদারই বন্দেগী করবে যেমন করেই হোক এবং জাতি, জন্মভূমি ও দেশকে দ্বিধাহীন চিত্তে পরিত্যাগ ও পরিহার করবে। যে ঈমানের মিথ্যা দাবীদার সে অগ্নিপরীক্ষায় ঈমান পরিত্যাগ করে আপন জাতি, দেশ ও জন্মভূমিকে আঁকড়ে ধরেথাকবে।

আল্লাহ বলেন ,দেশ ত্যাগ করতে জীবনের আশংকা করোনা। কারণ দুনিয়ায় চিরকাল বসবাস করার জন্যে কেউ আসেনা। অতএব প্রশ্ন এটা নয়, যে–জীবন কিভাবে রক্ষা করা যায়। ঈমান কিভাবে রক্ষা করা যায় খোদাপুরস্তির দাবী কিভাবে পুরণ করা যায় এটাই আসল প্রশ্ন। আমার নিকটে তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই ফিরে আসতে হবে। দুনিয়ায় জীবন রক্ষার জন্যে ঈমান হারিয়ে ফেলে আমার নিকটে এলে তার প্রতিফল অন্যরকমহবে।

এ প্রশংগে সর্বশেষ যে কথাটি বলা হয়েছে তা এই যে, মনে কর ঈমান ও নেকীর পথে চলার কারণে তোমরা যদি দুনিয়ায় সকল নিয়ামত থেকে বঞ্চিতই রয়ে যাও এবং দুনিয়ার দৃষ্টিকোন থেকে একেবারে ব্যার্থ কামই হয়ে যাও, তাহলে

www.amarboi.org

নিশ্চিত থাক যে এর অতি উত্তম ক্ষতিপূরণ ও সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিদান পাবে। যারা পাপাচারীদেরকে ক্ষমতাগর্বিত দেখতে পেয়েছে এবং তাদের অঢেল ধন দৌলতকে কোন গুরুত্বই দেয়নি, যারা ভরসা করেনি তাদের সম্পদ সম্পত্তির উপর, তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের উপর, তাদের বংশ ও গোত্রের উপর, বরঞ্চ করেছে একমাত্র তাদের রব আল্লাহর উপর, যারা দুনিয়ার উপায় উপাদানের প্রতি নির্ভর না করে নিজেদের রবের উপর নির্ভর করে ঈমানের খাতিরে সব ধরনের বিপদ মাথায় নিতে এবং সকল বিরোধী শক্তির মোকাবিলা করতে প্রস্তুত, এমন মুমেন ও সৎ বান্দাহদের প্রতিদান তাদের রবের পক্ষ থেকে সুনিশ্চিত রয়েছে যা কখনো বিনষ্ট হবে না।

খোদার পক্ষ থেকে এসব উৎসাহ ব্যাঞ্জক নীতি কথা শ্রবণের পর মুসলমানগণ আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। এতে মক্কার কুরাইশগণ অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়ে এবং আবিসিনিয়া রাজার নিকটে প্রতিনিধি প্রেরণ করে যাতে মুহাজিরদেরকে মক্কায় ফিরে আসতে বাধ্য করা হয়। আমর বিন আস এর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল বাদশাহের দরবারে মুহাজিরদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উথাপন করে তাদেরকে মক্কায় ফেরত পাঠাবার আবেদন জানায়। বাদশাহ নাজ্জাশী বলেন, যারা অন্য কোন দেশে হিজরত না করে আমার দেশের উপর আস্থা পোষন করে এসেছে, তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ না করে আমি কিছু করতে পারিনা। তিনি মুহাজিরদেরকে তাঁর দরবারে তলব করে তাদের হিজরতের কারণ জিজ্ঞাসা করলে হযরত জাফর বিন আবি তালিব (রাঃ)

www.amarboi.org

একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ পেশ করেন। ভাষণ শুনার পর নাজ্জাশী বলেন, আমাকে সে বানীতো শুনাও যা তোমরা বলছ খোদার পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। হযরত জাফর সুরা মরিয়মের প্রথমাংশ পড়ে শুনান যা হযরত এহিয়া (আঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়। নাজ্জাসী শুনতে শুনতে ভাবাবেগে কেঁদে বুক ভাসালেন, পাদ্রিও কাঁদলেন, মুহাজিরগনও কাঁদলেন।

তেলাওত শেষ হলে নাজ্জাশী বলেন, এ বাণী এবং ঈসার বাণী একই উৎস থেকে নাযিল হয়েছে। খোদার কসম আমি তোমাদেরকে এদের হাতে তুলে দিব না। তা কখনোই হতে পারে না।

এখানে নবীর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সাহাবীদের সততা, নিষ্ঠা, সত্য প্রকাশে নির্ভিকতা এবং ঈমানের উপর সুদৃঢ় অবস্থানের প্রমাণ পাওয়া যায়।

ব্যাপার এখানেই শেষ হলোনা। আমর বিন আস ছিল বড়ো ধুরন্ধর। সে নাজ্জাশীর মনে এই বলে প্ররোচনা দেবার চেষ্টা করে যে এসব মুহাজির হযরত ঈসা সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষন করে। সাহাবীগণ বড়ো দুশ্চিন্তায় পড়লেন যে বিষয়টা বড় নাযুক। তথাপি তাঁরা সংকল্প করলেন সত্য কথাই বলতে হবে পরিণাম যাই হোক না কেন।

নাজ্জাশীর দরবারে তাঁর প্রশ্নের জবাবে হযরত জাফর বিন আবি তালেব বলেন, হযরত ঈসা ছিলেন আল্লাহর বান্দা ও রাসুল

www.amarboi.org

তিনি ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে এক রুহ ও কালেমা, যা তিনি সাধারণের প্রতি অহী করেন।

নাজ্জাশী একথা শুনে একটি খড় কুটা তুলে নিয়ে বললেন, হযরত ঈসা এ খড়কুটার পরিমাণ। তার বেশি কিছু ছিলেন না। যাও তোমরা দেশে নিরাপদে অবস্থান কর। কেউ সোনার পাহাড় উপঢৌকন দিলেও তোমাদেরকে বিরক্ত করবো না।

তারপর আদেশ করলেন, এ দু'জন প্রতিনিধিকে তাদের উপঢৌকন ফেরৎ দাও। এ সবের আমার কোন প্রয়োজন নেই।

ছিন্নমুল ও নিঃস্ব কিছু সংখ্যক মুহাজির আশ্রয় নিয়েছেন আবিসিনিয়ায়। বহু মুল্যবান উপঢৌকনাদিসহ হাজির হয়েছে কুরাইশ সরদারদের প্রেরিত দু'জন প্রতিনিধি। বাদশাহর পরিষদগণকে মুল্যবান নজর নিয়াজ দিয়ে হাত করা হয়েছে যারা মুহাজিরদেরকে মক্কায় ফেরৎ পাঠাবার জোর সুপারিশ করে বাদশাহর কাছে। তথাপি সত্যের পতাকাবাহীগণ নির্ভিক চিত্তে সত্যকে তুলে ধরেন। তাঁদের স্পষ্টবাদিতা, নির্ভিকতা এবং বক্তব্য পেশ করার হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিমা বাদশাহকে বিমুগ্ধ করে। হযরত ঈসার খোদার পুত্র হওয়ার খৃষ্টান ধারনা খন্ডন করে তাকে খোদার বান্দাহ ও রসুল বলে আখ্যায়িত করাকে খৃষ্টান বাদশাহ নত শিরে মেনে নেন। এছিল ইসলামের অতুলনীয় নৈতিক বিজয়।

মদীনায় হিজরত

অবশেষে অত্যাচার নির্যাতনে জর্জরিত মুসলমান দেরকে

www.amarboi.org

তেরো বছর পর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করতে হয়। মক্কা ও বিভিন্ন স্থান থেকে মুসলমানগন সর্বস্ব হারিয়ে মদীনায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁদেরকে নিয়ে নবী মুস্তফা (সঃ) একটি নগর রাষ্ট্রের (CITY STATE) ভীত্তি স্থাপন করেন যা পারবর্তী দশ বছরে একটি পুর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্রে পরিনত হয়।

মদীনায় হিজরত করার পরও মুসলমানগণ নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে কাল যাপন করতে পারেন নি। তাদেরকে এখানেও অশেষ জানমালের কুরবানী দিতে হয়েছে। নবী মুস্তাফার কাছে এমনকি যাদুর কাঠি ছিল যার পরশ বুলিয়ে তিনি একটি অসভ্য, বর্বর,রক্তপিপাসু জাতিকে দু'যুগেরও অল্প সময়ে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী, সুসভ্য, পরিমার্জিত, সুরুচি সম্পন্ন, চরিত্রবান, ত্যাগী ও পরিশ্রমী,মানবতার সেবায় নিবেদিত এবং ন্যায় ও সুবিচারের পতাকাবাহী জাতি হিসাবে গড়ে তুললেন? একটা মহান আদর্শ, বিশ্বাস, একটা অভ্রান্ত জীবন দর্শন এবং একটা ন্যায়নীতির ভিত্তিতে তিনি মানুষের চিন্তাধারা ও মনমস্তিষ্কে এক বিপ্লব নিয়ে আসেন। এমন এক অনুপম চরিত্র সৃষ্টি করেন যে মানুষের মনে যে অপরাধ প্রবনতা সৃষ্টি হয় তা প্রকাশ লাভ ও কার্যকর হওয়ার পূর্বেই অংকুরে বিনষ্ট হয়। এর পশ্চাতে থাকে বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বপ্রভুর প্রতি ভয় ও ভক্তিশ্রোদ্ধা, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের অদম্য অভিলাষ ও আখেরাতে অর্থাৎ মৃত্যুর পরজীবনে প্রতিটি কাজের জবাবদিহির অনুভুতি।

একদিকে খোদার ভয় ও আখেরাতে জবাবদিহির অনুভুতি মানুষকে সকল প্রকার পাপাচার, অনাচার থেকে দুরে রাখে এবং

www.amarboi.org

অপর দিকে খোদার সন্তুষ্টি লাভের অভিলাষ মানুষকে হাসি মুখে ধন সম্পদ ও জীবন বিলিয়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করে।

নৈতিক বিপ্লবের সুফল

মহানবীর নৈতিক বিপ্লব একটি মৃত জাতির মধ্যে নবজীবনের দুর্বার জোয়ার সৃষ্টি করেছিল। ইসলামের কালেমার প্রতি ঈমান তাদের মধ্যে এনে দিয়েছিল অপরাজেয় শক্তি, অদম্য সাহস ও উৎসাহ উদ্দীপনা। তাঁরা শুধু সমগ্র আরবের উপরেই বিজয় লাভে সমর্থ হননি, বরঞ্চ তৎকালীন দুনিয়ার সর্ববৃহৎ ও শক্তিশালী দু'টি সাম্রাজ্য—ইরান সাম্রাজ্য ও রোম সাম্রাজ্য——তাঁদের করতলগত করেন। তাঁদের সৌর্য বীর্য, রণকৌশল, সাহস ও বীরত্বের কাছে টিকে থাকতে পারেনি। উৎপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্যে তাঁরা দেশের পর দেশ জয় করেছেন—কিন্তু কোথাও বিজয়ীর বিরুদ্ধে বিজেতার কোন অভিযোগ শুনা যায়নি। কোন নারী পুরুষের উপর কণা মাত্র জুলুম ও অবিচার করা হয়নি। কারণ তাঁরা যা কিছুই করেছেন তা ভোগের জন্যে করেন নি। দুনিয়ায় বসবাস করেও তারা ছিলেন দুনিয়া বিরাগী। তাঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল খোদার সন্তুষ্টি অর্জন। তাঁরা বিভিন্ন যুদ্ধে অতুলনীয় বিরত্ব প্রদর্শন করেছেন বটে কিন্তু আল্লাহর পথে জীবন দেয়াকে (শাহাদত) জীবনের সবচেয়ে পরম কাম্য মনে করতেন।

তাই যুদ্ধের ময়দানে যাবার পূর্বে আপনজনদের কাছে, প্রিয় নবীর কাছে শাহাদত লাভের জন্যে দোয়া চাইতেন। শাহাদত

www.amarboi.org

যাদের কাম্য, তাদের কোন মৃত্যু ভয় নেই এবং মৃত্যু ও তাদের মৃত্যু নয় বরঞ্চ একটি স্বর্গীয় শাশত জীবন। নবীর নৈতিক বিপ্লবের এই ছিল স্বর্ণ ফসল।

সর্বোচ্চ শক্তিমান সত্তা আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমানই মানুষের মধ্যে এনে দেয় দুর্বার শক্তি ও সাহস। তাকে সকল গোলামীর শৃংখল থেকে মুক্ত করে। আল্লাহর গুণাবলী ঈমানদারদের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়ে তাকে মহান মানবীয় নৈতিক গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত করে। ইসলামের ইতিহাসে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। ইসলামের প্রাথমিককালের একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। হযরত আবু আবদুল্লাহ বেলাল বিন্ রাবাহ্ ছিলেন উমাইয়া বিন খালফের দাস। তাঁর পিতা রাবাহ এবং মাতা হাফসা আবিসিনিয়া থেকে মক্কায় আগমন করার পর কুরাইশদের একটি গোত্র বনু জুবাহ রাবাহকে ক্রীতদাস বানিয়ে নেয়। তাঁদের দাসত্বের অবস্থায় বেলাল জন্মগ্রহণ করেন এবং উক্ত গোত্রের দাসত্বের শৃংখল তাকেও পরতে হয়। নবী মুহাম্মদ (সঃ) ইসলামী দাওয়াত তার কানে পৌঁছতেই তিনি একনিষ্ঠ মনে সে দাওয়াত কবুল করেন। উমাইয়া এ কথা জানার সাথে সাথে বেলালকে ডেকে অত্যন্ত রাগান্বিত কন্ঠে বলে ঃ–

'শুনলাম তুমি নাকি অন্য কোন খোদা বেছে নিয়েছ। সত্য কথা বল কোন্ খোদার পুঁজা শুরু করেছ?

বেলাল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জবাব দিলেন, 'মুহাম্মদের (সঃ) খোদার'। উমাইয়া রক্তচক্ষু দেখিয়ে বলল—'মুহাম্মদের খোদার

www.amarboi.org

পুঁজার অর্থ লাত উয্যার দুশমন হয়ে যাওয়া। ও পথ থেকে শীগগির ফিরে এসো---নতুবা চরম লাঞ্ছনার সাথে তোমার মৃত্যু হবে। এতো বড় দুঃসাহস তোমার যে লাত ওয্যা হোবলের পুঁজারীর গোলাম হয়ে মুহাম্মদের খোদার পুঁজা?

ভয়াবহ পরিণামের কোন চিন্তা না করেই তৎক্ষনাৎ বেলাল প্রভু উমাইয়ার মুখের উপর বলে দিলেন 'আমার দেহের উপর তোমার জোর চলতে পারে। কিন্তু হৃদয় মন মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর খোদার কাছে বিক্রি করে দিয়েছি। এখন এক খোদার এবাদত বন্দেগী ও হুকুম শাসন পালন ব্যাতীত জীবনের আর কোন লক্ষ্য নেই। স্বরচিত খোদাদের পুঁজা অর্চনা আর আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।'

উমাইয়া স্তম্ভিত হলো। ক্ষণিকের জন্যে তার বাক শক্তি রহিত হলো। সে ভাবলো---যে ক্রিতদাস তার প্রভুর দিকে তাকিয়ে কোন দিন টু শব্দটি করতে পারেনি। আজ তাকে এ শক্তি, এ সাহস এ স্পর্ধা কে দিল?

তারপর হযরত বেলালের উপর পৈশাচিক নির্যাতনের যে পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছিল তা প্রত্যেক ইতিহাস পাঠকের নিকট জানাআছে।

ইসলাম এ নিরক্ষর হাবশী ক্রীতদাসকে মুসলিম জাতির এক অতি শ্রদ্ধেয় মনীষীর মর্যাদায় ভূষিত করেছে। নবী পাকের নিকট সংস্পর্শে থেকে তাঁর মধ্যে যে নৈতিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটেছিল তাঁর জন্যে তার নাম ইসলামী দুনিয়ায় চিরস্মরনীয় হয়ে

www.amarboi.org

আছে। ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন হজরত বেলালের নাম তখনই মনের পর্দায় ভেসে ওঠে যখন প্রতিটি মসজিদের মীনার থেকে আযান ধ্বনি শুনা যায়। তাঁর স্মৃতি জাগরুক থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। নির্দয় নিষ্ঠুর প্রভু কাফের উমাইয়ার নির্যাতনের ঝুঁকি নেয়ার পেছনে ছিল হযরত বেলালের একমাত্র খোদার সন্তুষ্টি লাভ। খোদার সন্তুষ্টি লাভের মনমানসিকতাই অনুপম নৈতিক গুণাবলী সৃষ্টি করে। খোদার সন্তুষ্টি লাভ জীবনের পরম ও চরম লক্ষ্য হলে সেখানে পার্থিব ভোগ বিলাসের, পদমর্যাদা ও সুনাম সুখ্যাতি অর্জনের অথবা কোন ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থের কোন প্রবনতাই সৃষ্টি হতে পারে না। নবী মুহাম্মদ মুস্তাফার (সঃ) নৈতিক বিপ্লবের সেই স্বর্ণ ফসলই দেখতে পাওয়া গেছে।

যাঁরা নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে যাবতীয় কাজকর্ম করেন, তাঁরা নিঃস্বার্থতার শীর্ষে আরোহণ করেছেন বলতে হবে। নবী পাকের (সঃ) প্রশিক্ষন প্রাপ্ত এমন এক কর্মী বাহিনীর হাতে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয়। দেশের পর দেশ বিজিত হয়। কিন্তু কোথাও কোন অন্যায় অবিচার পরিলক্ষিত হয়নি। বিজিত জাতি ও জনসাধারনের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ শুনা যায়নি। শাসক ও সেনাবাহিনীর মধ্যে অনুপম চরিত্র ও আচার আচরনের বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাওয়া গেছে। যুদ্ধে জয়লাভের পর বিজিত দেশের, নগর ও জনপদে তাঁরা প্রবেশ করেছেন। তাঁদের উপর সিপাহ সালারের কমান্ড হচ্ছে, দৃষ্টি সব সময় অবনমিত রাখবে--যেন কোন নারীর রূপ যৌবন তোমাদের চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টি না করে। বৃদ্ধ, শিশু, নারী ও রুগ্নের

www.amarboi.org

উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা যেন না হয়। শষ্যক্ষেত্র ও বিধর্মীর উপাসনাগার যেন তোমাদের দ্বারা দলিত মথিত না হয়। এ কথাও তাঁরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে ইতিহাসের পাতায় রেখে গেছেন স্বর্ণীয় দৃষ্টান্ত।

ঠিক তার বিপরীত আমরা দেখতে পাই, সভ্যতা গর্বিত জাতিগুলো কোন দেশের উপর বিজয়ী হলে সে দেশের ধন সম্পদ ও নারী সমাজকে তাদের অবাধ ভোগের বস্তুতে পরিণত করা হয়।

নবী মুস্তফার (সঃ) নৈতিক বিপ্লব বাতিল ও ভ্রান্ত জীবন ব্যবস্থার বাঁধ ভেঙ্গে দিয়েছিল। মজলুম মানুষের হাহাকার আর্তনাদ চিরতরে বন্ধ করে সমাজে কায়েম করেছিল---সুখ শান্তি, জানমালের নিরাপত্তা, ন্যায় ও সুবিচার। ইতিহাস সাক্ষী যে এ নৈতিক বিপ্লবের ফলে এককালীন রক্তপিপাসু জাতি হয়েছিল জীবন দাতা, ব্যাভিচারী হয়েছিল সম্ভ্রম সতীত্বের প্রহরী ও রক্ষক পরস্বাপহারী হয়েছিল পরম দাতা ও দয়ালু। সমাজবিরোধী হয়েছিল সমাজ সংস্কারক। দুষ্কৃতকারী হয়েছিল ত্যাগী ও মানবতার সেবক। এতো অল্প সময়ে এমন সুফল প্রসু নৈতিক বিপ্লব দুনিয়ার ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আজ সারা বিশ্বে হত্যা, লুণ্ঠন, সন্ত্রাস, বিভীষিকা, দুর্নীতি, স্বার্থপরতা, স্বৈরাচার, একনায়কত্ব বৃহৎ ও শক্তিশালী দেশ কর্তৃক ক্ষুদ্র দেশ জবর দখল, সকল আন্তর্জাতিক নীতি নৈতিকতা ও আইন লংঘন, দুর্ভিক্ষ,মহামারী, যৌন সমাচার ও তর্জনিত

www.amarboi.org

ইসলামী বিপ্লব একটি পরিপূর্ণ নৈতিক বিপ্লব

দুরারোগ্য 'এড্‌স' ব্যাধি অস্বাভাবিক মাদকাশক্তি ও চরম নৈতিক অবক্ষয়। সভ্যতা গর্বিত জাতিগুলোকে যে পশুত্বের স্তরে নামিয়ে দিয়েছে তার থেকে মুমূর্ষ মানবতাকে রক্ষা করতে হলে নবী মুস্তাফার (সঃ) মতবাদ ও কর্মপদ্ধতি অনুসরণে একটা সার্বিক নৈতিক বিপ্লবেরই প্রয়োজন। এ বিপ্লবের ফলে যে চরিত্রবান নিঃস্বার্থ কর্মীবাহিনী তৈরী হবে তাদের হাতেই দেশ ও সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পন করতে হবে। এ ছাড়া মানবতাকে রক্ষা করার আর কোন উপায় নেই।

—ঃ (সমাপ্ত) ঃ—

www.amarboi.org

আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১

বিক্রয় কেন্দ্র

৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার,
(ওয়ারলেস রেলগেট)
ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩৯৪৪২

১০, আদর্শ পুস্তক বিপণী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।